নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় কনভোকেশন

31 মার্চ, 2026

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, আজ বিহারের রাজগীর-এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় কনভোকেশানে অংশগ্রহণ করেন. বিহারের রাজ্যপাল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সৈয়দ আতা হাসানাইন, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM (অবসরপ্রাপ্ত), বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর, বিহার সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শ্রবণ কুমার, নালন্দার সাংসদ (লোকসভা) শ্রী কৌশলেন্দ্র কুমার, রাজগীরের MLA, সচিব (পূর্ব) শ্রী পি. কুমারন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সচিন চতুর্বেদী এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীদার দেশগুলির মিশন থেকে রাষ্ট্রদূত, হাই কমিশনার এবং প্রতিনিধিরাও কনভোকেশানে অংশ নেন।

2. এই উপলক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাষ্ট্রপতি বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার একটি স্থায়ী প্রতীক, বোধি বৃক্ষের একটি চারা রোপণ করেন। এদিন রাষ্ট্রপতি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 2000-সিটার অডিটোরিয়াম, 'বিশ্বমিত্রালয়'-এর উদ্বোধন করেন.

3. কনভোকেশনের সময়, 606 জন মাস্টার্স শিক্ষার্থী এবং 2016-2025 এর মধ্যে গ্র্যাজুয়েট করা 10 জন গ্লোবাল পিএইচডি স্কলারকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়। প্রেসিডেন্ট 36 জন গোল্ড মেডালিস্টকে স্বর্ণ পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

4. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সহভাগিতা' উদ্যোগের অধীনে গ্রাম সম্প্রদায় অংশীদারদের দ্বারা আয়োজিত প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি।

5. নালন্দার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কাছে রাজগীরের আধুনিক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, যথাক্রমে 2007 এবং 2009 সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পূর্ব এশিয়া সামিটে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরে ভারতীয় সংসদের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হল নালন্দাকে বৌদ্ধিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক অধ্যয়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। এই উদ্যোগে সতেরোটি দেশ ভারতের সাথে অংশীদারিত্ব করছে।

নয়া দিল্লি

31 মার্চ, 2026